ভোটের ৬ মাস আগেই নতুন দল নিবন্ধন

এফএনএস ডেস্ক : নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের আগ মুহূর্তে হঠাৎ নতুন রাজনৈতিক দল গজিয়ে ওঠা বন্ধ করতে ভোটের অন্তত ছয় মাস আগে নিবন্ধনের সময়সীমা বেঁধে দিচ্ছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের বিধান হয়েছে। সে অনুযায়ী, নবগঠিত কোনো দল আগামী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলে তাদের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হবে ২০১৩ সালের এপ্রিলের মধ্যে।

নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, নিবন্ধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় দলগুলো ঠিকমতো শর্ত পূরণ করছে কি না, তা যাচাই-বাছাই করতে হয়। এজন্য অন্তত ছয় মাস সময় দরকার হয় ইসির। এজন্য আবেদনের একটি সময়সীমা বেঁধে দিচ্ছি আমরা। এ বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। তফসিল ঘোষণার ছয় মাস আগে নিবন্ধন আবেদন বন্ধ রাখা হবে।

আবেদনের সময় বেঁধে দেওয়ায় নির্বাচনের আগে হঠাৎ দল গড়ে নির্বাচন করার পথ বন্ধ হবে বলেও মন্তব্য করেন এ নির্বাচন কমিশনার। নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য ২০০৮ থেকে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে নির্বাচন কমিশন। ওই সময় ১১৭টি দল আবেদন করে এবং পরে খসড়া গঠনতন্ত্র জমা দিয়ে ৩৯টি দল নিবন্ধিত হয়। পরে সংশোধিত স্থায়ী গঠনতন্ত্র দিয়ে ৩৮টি দল চূড়ান্ত নিবন্ধন পায়। নির্ধারিত সময়ে স্থায়ী গঠনতন্ত্র দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ফ্রিডম পার্টির নিবন্ধন বাতিল হয়। নবম সংসদ নির্বাচনের পর এ পর্যন্ত আর কোনো দল কমিশনের কাছে নিবন্ধন চায়নি।

কমিশনের কর্মকর্তারা জানান, নির্বাচনের ঠিক আগে তড়িঘড়ি বাসা ভাড়া নিয়ে বা নামসর্বস্ব ঠিকানা দেখিয়ে ন্যূনতম শর্ত পূরণ করে দলের নিবন্ধন নেওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে গত নির্বাচনে। ওই সময় আবেদন করা কয়েকটি দলের জেলা অফিস খুঁজে পায়নি ইসি।

রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইনে বলা হয়েছে, নিবন্ধন পেতে হলে ১) একটি দলকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে কোনো নির্বাচনে অন্তত একটি সংসদীয় আসন পেতে হবে, অথবা ২) যে কোনো একটি জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়ে ওই আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের ৫ শতাংশ পেতে হবে, অথবা ৩) দলের একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকতে হবে, দেশের অন্তত এক তৃতীয়াংশ [২১ টি] প্রশাসনিক জেলায় কার্যকর জেলা কমিটি থাকতে হবে এবং অন্তত ১০০ উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় কমপক্ষে ২০০ ভোটারের সমর্থনের প্রামাণিক দলিল থাকতে হবে।

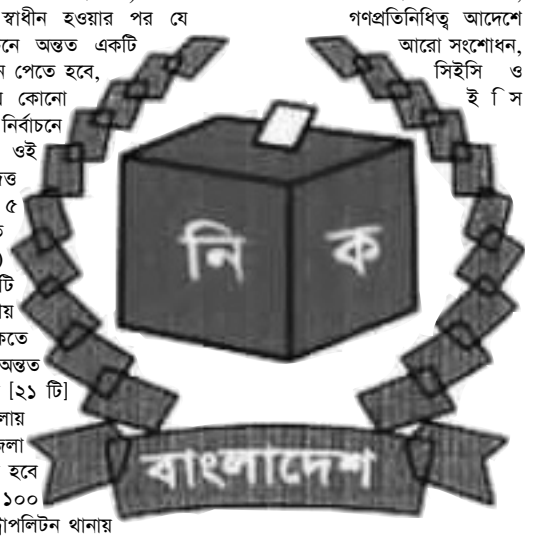

কমিশন গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দেশনা দেওয়ার পরও প্রয়োজন হলে নিবন্ধন বিধিমালায় আবেদনের সময়সীমার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

কমিশনে নিবিন্ধত কোনো দলের মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম না থাকলে নিবন্ধন বাতিলের প্রস্তাব রাখছে ইসি।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) প্রস্তাবিত সংশোধনীতে এ বিষয়ে একটি উপ ধারা যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়ে বলা হয়েছে, একটি দলের ন্যূনতম কার্যক্রম না থাকলে নিবন্ধন বাতিল হবে।

নির্বাচন কমিশনার মুহাম্মদ ছহুল হোসাইন জানান, নবম সংসদ নির্বাচনের পর ইসির অভিজ্ঞতা থেকে নতুন এ বিধান করা হচ্ছে। নতুন এই শর্ত যুক্ত হলে কোনো নিবন্ধিত দল আর ঠিকানাবিহীন হতে পারবে না, বলেন তিনি।

এম সাখাওয়াত হোসেন জানান, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে আরো সংশোধন, সিইসি ও ই ি স নিয়োগসহ কয়েকটি প্রস্তাবিত আইনের খসড়া চূড়ান্ত করে এ সপ্তাহে সরকার প্রধানের কাছে জমা দেওয়া হবে।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন নিয়ে যাতে কোনো হুড়োহুড়ি না হয় সে জন্যই ছয় মাস আগে আবেদনের নিয়ম হচ্ছে। এটা না করলে শেষ সময়ে এসে মাঠপর্যায়ের ঠিক মতো খোঁজ নেওয়া যাবে না। তখন ফাঁক গলে নামসর্বস্ব দলই নিবন্ধন পাওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে।

এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন বর্তমান কমিশনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে মধ্য ফেব্রুয়ারিতে। তার আগেই নতুন কমিশন নিয়োগ দিতে একটি সার্চ কমিটি গঠন করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান।

মায়ানমারের সাথে সরাসরি চালু হচ্ছে নৌ ও বিমান যোগাযোগ

এফএনএস (এক্সক্লুসিভ) : খুব তাড়াতাড়িই প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারের সাথে এদেশের সরাসরি জাহাজ ও বিমান যোগাযোগ চালু হতে যাচ্ছে। দু'দেশের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য ও যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই এ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। কারণ প্রতিবেশী দেশ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের আকাশ ও নৌপথে সরাসরি কোনো যোগাযোগ সম্পর্ক ছিল না। ইতিমধ্যে দু'দেশের মধ্যে সরাসরি জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে দু'দেশের কর্তৃপক্ষই যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। তাছাড়া দু'দেশের মধ্যে নতুন বিমান চলাচলেও চুক্তি হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দু'দেশের মধ্যে উপকূলীয় জাহাজ চলাচল সুবিধা চালু হচ্ছে। এর ফলে সরাসরি জাহাজ চলাচল শুরু হবে চট্টগ্রাম ও ইয়াঙ্গুনের বন্দরের মধ্যে। তাছাড়া চট্টগ্রাম ও সিঙ্গাপুর রুটে চলাচলকারী জাহাজ মায়ানমারের ইয়াঙ্গুন বন্দরে নোঙরের সম্ভাব্যতাও যাচাই করে দেখা হচ্ছে। এজন্য ইতিমধ্যে দু'দেশ যৌথভাবে জরিপ ও পোর্ট ট্যারিফ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। মূলত দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দু'দেশের মধ্যে উপকূলীয় জাহাজ চলাচল সম্পর্ক স্থাপিত হলে সহজেই দু'দেশের আমদানি ও রফতানি বাণিজ্য সহজ হবে। একই সাথে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশ বিমান ঢাকা-মিয়ানমারের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালুরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী জুন থেকে এ রুটে বিমান চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্র জানায়, মায়ানমার থেকে টেকনাফ হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে ছোট ছোট উপকূলীয় জাহাজ চলাচল শুরু হলে দু'দেশেরই ব্যবসা-বাণিজ্য খরচ অনেক কমে যাবে। এ ব্যাপারে দু'দেশের চুক্তি হলে খুব সহজেই নাফ নদী ব্যবহার করে জাহাজ চলাচল করতে পারবে। ইতিমধ্যে মায়ানমারের মন্দু থেকে সিটউই এবং বাংলাদেশের অংশে টেকনাফ থেকে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত উপকূলীয় জাহাজ চলাচল সম্পর্কে একটি এমওইউ পাঠানো হয়েছে। যদিও বর্তমানে টেকনাফ ও গুংদমকে কেন্দ্র করে দু'দেশের মধ্যে সীমিত আকারে বাণিজ্য সম্পর্ক চালু রয়েছে। তবে জাহাজ চলাচল শুরু হলে এর পরিধি আরো বাড়বে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের নৌমন্ত্রণালয় কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে গঠন করা হয়েছে যৌথ শিপিং কমিটিও। এ কমিটিতে উভয় দেশের ১১ জন করে সদস্য রয়েছে। চুক্তি হলে বাংলাদেশের নৌপথে যে ধরনের জাহাজ চলাচল করে, সেই জাহাজই পণ্য নিয়ে মায়ানমার যেতে পারবে। একইভাবে মায়ানমারের জাহাজও এদেশে আসবে পারবে। একই ধরনের চুক্তি বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে রয়েছে এবং সে চুক্তির আওতায় আশুগঞ্জকে পোর্ট অফ কল ঘোষণা করে ট্রান্সশিপমেন্টের কাজ চলছে। তাছাড়া বর্তমানে মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সপ্তাহে দুটি ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি আছে। কিন্তু সপ্তাহে মাত্র দুটি ফ্লাইট চালুকে ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক মনে করছে না ইয়াংগুন এয়ারওয়েজ। এজন্য বাণিজ্যিক চিন্তা থেকেই ঢাকা-মায়ানমারের মধ্যে ফ্লাইটের সংখ্যা বাড়াতে আগ্রহী মায়ানমার কর্তৃপক্ষ। একই সাথে বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষও বন্ধ হয়ে যাওয়া ঢাকা-ইয়াংগুন-ব্যাংকক রুটে আবার ফ্লাইট চালু করতে যাচ্ছে।

সূত্র আরো জানায়, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মায়ানমার সফরের সময় দু'দেশের মধ্যে সরাসরি উপকূলীয় জাহাজ চলাচল বিষয়ে আলোচনা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় জাহাজ চলাচল নিয়ে দু'দেশ যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী মায়ানমারে গিয়ে যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিষয়ে কয়েকটি চুক্তি করেন। চুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় জাহাজ চলাচল, ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন, সরাসরি আকাশ যোগাযোগ ও মৎস্য ও পশুসম্পদ খাতে সহায়তা। ইতিমধ্যে চুক্তিগুলোর খসড়া সমঝোতা স্মারক মায়ানমারে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে দীর্ঘদিন সামরিক শাসনে থাকায় বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী মায়ানমারের কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। তবে সীমিত আকারে দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত বাণিজ্য চালু ছিল। এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার ডলার পণ্য আমদানি ও রফতানি করা যায়। তবে সীমিত বাণিজ্যও আবার মায়ানমারের অনুকূলে। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ মায়ানমার থেকে ১৮ কোটি ডলার পণ্য আমদানি করলেও এর বিপরীতে রফতানি হয়েছে মাত্র ১১ কোটি ডলারের পণ্য। ফলে গত অর্থবছরে মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের ৭ কোটি মার্কিন ডলার বাণিজ্য ঘাটতি থেকে যায়। মায়ানমার বাংলাদেশ থেকে সিআর কয়েল, সিমেন্ট ও ওষুধ আমদানি করে আর বাংলাদেশ মায়ানমার থেকে আমদানি করে চাল, ডাল, পেঁয়াজসহ কৃষিপণ্য। দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যের পরিমাণ আরো ব্যাপকভাবে বাড়বে বলেই সংশ্লিষ্টরা আশাবাদী। অন্যদিকে দু'দেশের সম্পর্কোন্নয়নের ধারাবাহিকতায় উপকূলীয় জাহাজ চলাচলের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সফরের পর পরই কাজ শুরু করে সরকার। পাশাপাশি বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের আকাশপথে চলাচলের যে প্রচলিত প্রটোকল তাতে শুধু দু'দেশের সরকারি বিমান চলাচলের কথা রয়েছে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে বেসরকারি বিমান চলাচলের সুযোগ চাওয়া হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। এজন্য প্রয়োজনে প্রটোকল সংশোধন করা হবে। একইভাবে সমুদ্রপথের বাইরে ১ হাজার টনের নিচে উপকূলীয় জাহাজ চলাচল চুক্তির ব্যাপারেও প্রটোকল সংশোধন করা হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে ইতিপূর্বে ফ্লাইট চালু ছিল। কিন্তু উড়োজাহাজ সঙ্কট ও লোকসানের কারণে বাংলাদেশ বিমান ২০০৭ সালে এ রুট বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকেই যাত্রীদেরকে ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর কিংবা কুয়ালালামপুর হয়ে মায়ানমার যেতে হয়। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বিমান আবারো পুরনো ঢাকা-ইয়াংগুন-ব্যাংকক রুট চালু করতে যাচ্ছে। তবে দীর্ঘদিন ইয়াংগুনে বিমানের অফিস বন্ধ থাকায় এ রুট চালু করতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতি কারণে দেশে ভিন দেশের পণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটছে : শিল্পমন্ত্রী

এফএনএস ডেস্ক : বাংলাদেশে সুপার সপ সংস্কৃতির দশম বছর উপলক্ষ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া বলেছেন, বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে বাংলাদেশে ভিন দেশের পণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটছে। এ প্রবণতা কোনোভাবেই ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তবে সরকার দেশিয় পণ্যের স্বার্থ রক্ষায় দেশিয় শিল্পবান্ধব ট্যারিফ ও ননট্যারিফ কাঠামো গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশ সুপারমার্কেট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন গতকাল মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অ্যাসোসিয়েশন'র সভাপতি নিয়াজ রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ'র সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম। দিনব্যাপী এ আয়োজনে বিভিন্ন সুপার সপগুলো তাদের পণ্য প্রদর্শন করছে।

শিল্পমন্ত্রী আরো বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে আমরা সব সময় দেশিয় শিল্পের অনুকূল কর ও শুল্ক কাঠামোর সুপারিশ করে আসছি। আসন্ন বাজেটকে সামনে রেখেও এ ধরণের সুপারিশ করা হবে। সম্প্রতি বাজার অর্থনীতিতে নতুন ধারা হিসেবে চেইন সুপার মার্কেটের দ্রুত প্রসার ঘটছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে চেইন সুপার মার্কেট কোনো বিলাসিতা নয়, বরং অর্থনীতির একটি অনিবার্য বাস্তবতা। শিল্পভিত্তিক নগর সংস্কৃতির ফলে মানুষের ব্যস্ততা বেড়েছে। বেড়েছে নিত্যদিনের কর্মকাণ্ড। এর ফলে মানুষ অল্প সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার সারতে চান। বিশেষ করে, একই ছাদের নিচে গুণগতমানসম্পন্ন সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতে চান। এ প্রত্যাশা থেকেই সুপার মার্কেট বা চেইন মার্কেট ধারণা ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে।

দিলীপ বড়ুয়া বলেন, জনগণের স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে সুপারসপ সরাসরি জড়িত। সরবরাহ করা খাদ্যপণ্যে কোনো ধরণের ভেজাল থাকলে বা পণ্য নিম্নমানের হলে, তা হবে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। খাদ্যপণ্যের গুণগতমানের বিষয়ে কোনো ধরণের শৈথিল্য দেখানো বা আপোস করা আপনাদের উচিত হবে না। বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে সজাগ থাকার জন্য তিনি ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, অধিক মুনাফার আশায় ধীরে ধীরে নিম্নমানের পণ্য সরবরাহ করে ক্রেতাদের ঠকানো হয়। এ ধরণের মুনাফা লাভের প্রবণতা একটি অনৈতিক কাজ এবং এটি সৎ ব্যবসায়ের পরিপন্থী।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব অর্থনীতির ক্রমবিকাশ এবং মহাজোট সরকারের নীতি সহায়তার কারণে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে শিল্পায়িত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হচ্ছে। শক্তিশালী হচ্ছে বাংলাদেশের শিল্পভিত্তি। বাড়ছে জাতীয় অর্থনীতির আকার ও পরিসর।

তিনি বলেন, জনগণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করতে মানসম্পন্ন ও কল্যাণমুখী বাজার ব্যবস্থার প্রয়োজন। সুপার মার্কেটগুলো প্রতিষ্ঠা থেকেই এ দায়িত্ব পালন করছে। উন্নয়ন সম্ভাবনা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ এ চেইন সুপার মার্কেটকে সেবা শিল্পখাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। সরকার এ শিল্পের প্রসারে সম্ভব সব ধরণের নীতি সহায়তা দিচ্ছে এবং দিয়ে যাবে। সরকারের নীতি সহায়তার সুযোগ নিয়ে সম্ভাবনাময় এ শিল্পের বিকাশে উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসবেন। এসময় উদ্যোক্তাদের পক্ষে এ শিল্পের সম্ভাবনা তুলে ধরে সরকারের কাছে নীতি সহায়তা চেয়ে বলা হয়, গত এক দশকে দেশে ১শ' ২টি সুপার মার্কেট গড়ে উঠেছে। এসব চেইন সুপার মার্কেটে বছরে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় হচ্ছে। পণ্য সরবরাহকারী ও উপকারভোগী মিলে এ শিল্পের সঙ্গে প্রায় ৫০ হাজার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান জড়িত।

শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধ করতে হবে: শিক্ষামন্ত্রী

এফএনএস ডেস্ক : 'প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে দেশ বদলাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র। বিশ্বমানের শিক্ষায় নিজেদের গড়ে তুলে এই শিক্ষার্থীদের সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে এবং শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধ করতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন ও নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এসব কথা বলেন।

সমাবেশে মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বমানের শিক্ষার্থী হয়ে দেশকে পাল্টানোর আহ্বান জানান।

এর আগে শিক্ষামন্ত্রী নগরের অশ্বিনীকুমার হল চত্বর থেকে প্রথম ব্যাচের ৪০০ শিক্ষার্থীর সঙ্গে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাসে উপস্থিত হন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এরই মধ্যে ৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্থাপনা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে দুটি একাডেমিক ভবন, দুটি প্রশাসনিক ভবন, ছেলেদের দুটি ও মেয়েদের জন্য একটি হলের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

দেশের অর্ধেক মানুষ দরিদ্র এবং একই সঙ্গে নিরক্ষর উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচন করতে হবে। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে একটি বাস্তবমুখী শিক্ষানীতির জন্য আন্দোলন হয়েছে। স্বাধীনতার ৪০ বছরে সবার মতামত নিয়ে একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। এটি কোনো দলীয় শিক্ষানীতি নয়। এটা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হারুনর রশীদ খানের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন নবীনবরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য হারুন-অর-রশিদ, জসিমউদদীন হলের প্রাধ্যক্ষ মো. আখতারুজ্জামান, সাবেক চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, সাংসদ তালুকদার মো. ইউনুস জাহান প্রমুখ।